শিক্ষক, গুরু, কবি
শ্রী অমিতাভ গুপ্তকে

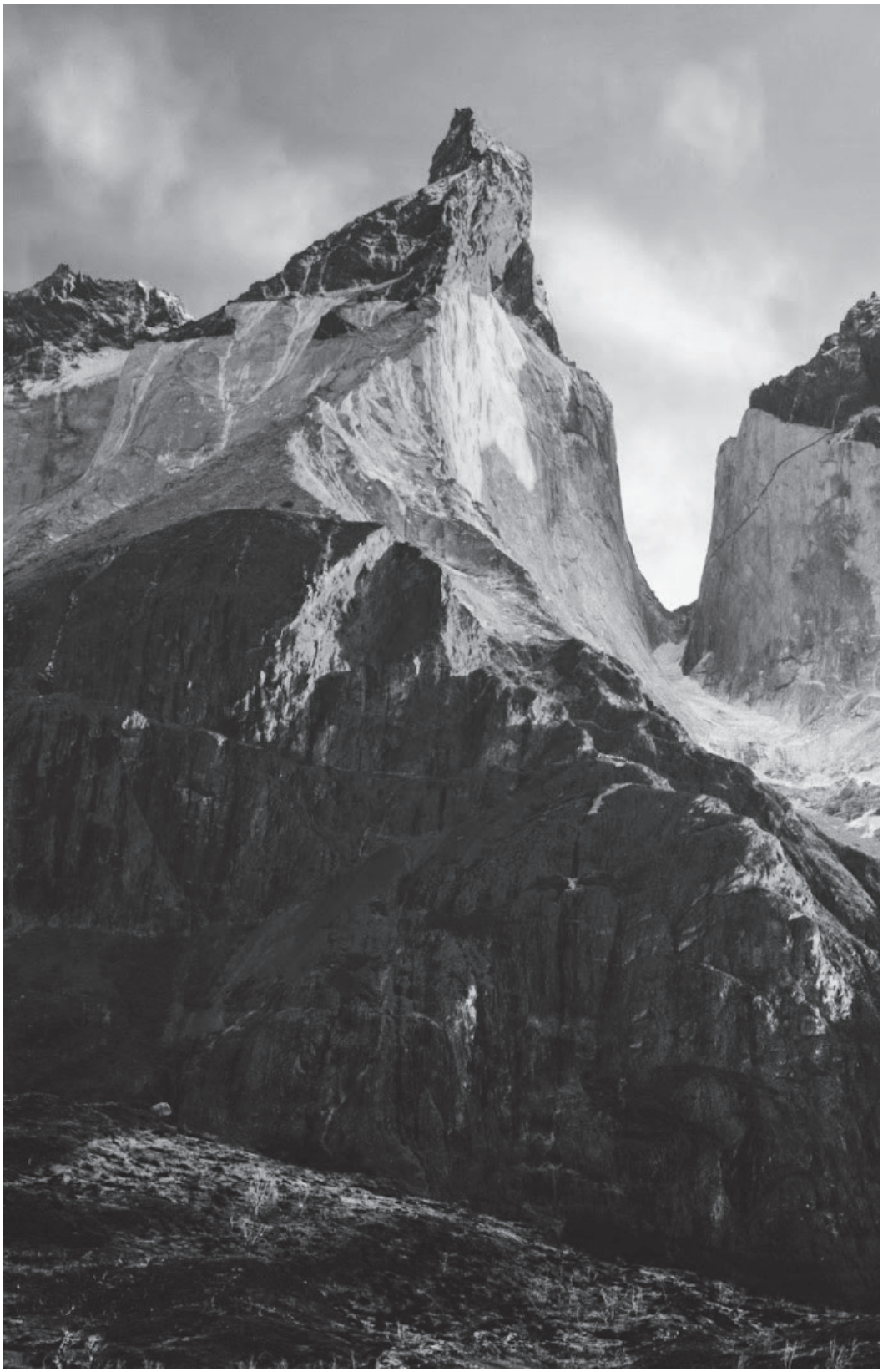

ভূমিকা

সাহিত্য, কমিকস আর সিনেমা হাত ধরাধরি করে চলে যে জগতে, সেই জগতে একসময় একচ্ছত্র আধিপত্য করেছে সেনর জোরো চরিত্রটি। ১৯১৯ সালে আমেরিকান পাল্প ফিকশন রচয়িতা জন্সটন ম্যাককুলে 'অল স্টোরি উইকলি' নামে একটি 'বি' গ্রেড পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে লেখেন প্রথম জোরোর গল্প, 'দ্য কার্স অফ ক্যাপিস্ত্রানো'। গল্পটা যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন এটা নিয়ে কোনও সিরিজ লেখার পরিকল্পনা লেখকের ছিল না। কিন্তু পরের বছরই সাইলেন্ট ছবির বিখ্যাত অভিনেতা ডগলাস ফেয়ারব্যাংকস তাঁর নিজের প্রোডাকশনে এবং ফ্রেড নিবলোর পরিচালনায় এই গল্পটি নিয়ে একটি সিনেমা বানান। ছবির নাম, 'দ্য মার্ক অফ জোরো'। সে যুগে অভিনেতা হিসেবে ডগলাস ফেয়ারব্যাংকসের জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে। ছবিটি সুপারহিট হয়। তারপরের বছর জন্সটন ম্যাককুলের গল্পটি 'দ্য মার্ক অফ জোরো' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় এবং পঞ্চাশ মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়ে সর্বকালের সর্বাধিক বিক্রিত বইয়ের তালিকায় নাম লেখায়। এরপর ম্যাককুলে জোরোকে নিয়ে আরও বই লিখতে শুরু করেন। মোট ষাটটি গল্প তিনি জোরোকে নিয়ে লিখে গিয়েছেন।

'দ্য মার্ক অফ জোরো', টাইরন পাওয়ার এবং বেসিল রাথবোন অভিনীত ১৯৪০ সালের ক্লাসিক চলচ্চিত্র। এছাড়াও চল্লিশটিরও বেশি জোরো-শিরোনামযুক্ত চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে। চরিত্রটি দশটি টিভি সিরিজেও প্রদর্শিত হয়েছিল, সবচেয়ে বিখ্যাত হল ডিজনি-প্রযোজিত ১৯৫৭-৫৯ সালের 'জোরো' সিরিজ, গাই উইলিয়ামস অভিনীত। জোরো অন্যান্য লেখকদের লেখা বেশ কয়েকটি গল্প, কমিকস বই এবং স্ট্রিপ, স্টেজ প্রোডাকশন, ভিডিও গেমস এবং অন্যান্য মিডিয়াতে উপস্থিত হয়। ম্যাককুলে ১৯৫৮ সালে মারা যান। তিনি তখন জোরো ডিজনি সিরিজের জন্য তাঁর জনপ্রিয়তার শীর্ষে ছিলেন। জোরোর অনুসরণে তৈরি হয়েছে 'লোন রেঞ্জার' এবং 'ব্যাটম্যান' চরিত্রদুটি।

আমার সঙ্গে জোরোর আলাপ ২০০৫ সালে। টেলিভিশনে। জোরোর সঙ্গে জনপ্রিয়তার একটা চিরকালীন সম্পর্ক আছে। এই চরিত্রটি নিয়ে ১৯৯৮ সালে তৈরি হয় মার্টিন ক্যাম্পবেলের 'দ্য মাস্ক অফ জোরো' ছবিটি। এই গল্পটি জন্সটন ম্যাককুলের লেখা নয়। ছবিটিতে দেখানো হয়েছে যে জোরোর বয়স হয়ে গিয়েছে, তাই শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে সে একজন নতুন ছেলেকে জোরো হিসেবে তৈরি করছে। এই ছবিতে বয়স্ক জোরোর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, অ্যান্থনি হপকিন্স, অল্পবয়সি জোরো ছিলেন আন্তোনিও বান্দেরাস। ছবির নায়িকা ছিলেন, ক্যাথরিন জিটা জোন্স। ২০০৫-এ এই ছবিটি দেখার পর থেকে অন্য অনেকের মতো আমিও জোরোর একান্ত ভক্ত। তারপর যখন দেখলাম জোরোর কোনও বাংলা অনুবাদ হয়নি, তখন নিজেই চেষ্টা করে দেখলাম। সদ্য স্বাধীন আমেরিকার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের স্বাদ পেতে হলে এই বইটা একবার পড়ে দেখতেই পারেন।

কলকাতা
১৫.০১.২০২৫

অভিষ্যন্দা লাহিড়ী দেব

|| নিজের ঢাক ||

লাল স্প্যানিশ টাইলের উপর সজোরে আছড়ে পড়ছে বৃষ্টির ফোঁটা। ভয়ানক ঝোড়ো হাওয়াও বইছে। সরাইখানার এই ঘরটার মধ্যে অবশ্য গনগনে আগুন জ্বলছে। চিমনি দিয়ে তাই ভকভক করে ধোঁয়া বেরিয়ে চলেছে। নিজের

"শয়তানের রাত এটা। ভয়ানক রাত।" সার্জেন্ট পেড্রো গঞ্জালেস বলে উঠল। বলতে বলতে সে আগুনের দিকে বুটশুদ্ধু পা দুটো বাড়িয়ে দিল। কোমরে আটকানো তলোয়ারের বাঁট থেকে একবারও তার হাতটা সরলো না। তার আর এক হাতে ধরা আছে জল মেশানো মদের গেলাস।

"শয়তানের দল এই হাওয়ার সঙ্গে গরজাচ্ছে, আর দৈত্যের মতো বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে। শয়তানের রাতই বটে, তাই না সেনর?"

"তা যা বলেছেন আজ্ঞে!" মোটাসোটা সরাই-মালিক তাড়াতাড়ি বলে উঠল। গেলাসের মদ ফুরিয়ে আসছে দেখে তাড়াতাড়ি সে গঞ্জালেসের মদের গেলাসটা ভরে দিল। সার্জেন্টের রাগ কুখ্যাত। আর ঠিক সময় মদ না পেলেই সে রেগে যায়।

"শয়তানের রাত।" বিশালদেহী সার্জেন্ট আবার বলল। তারপর একচুমুকে পুরো এক গেলাস মদ খেয়ে নিল সে। এটা নাকি একা সার্জেন্টই পারে এই পুরো এল ক্যামিনো রিয়েল এলাকায়। এলাকা মানে মেক্সিকোর দক্ষিণে এই নামের হাইওয়ের ধারে ধারে যে জনবসতি আছে, সেখানে। সাংঘাতিক রাগ আর বোতল-বোতল মদ খাওয়ায় এই এলাকায় সার্জেন্ট গঞ্জালেস বেশ নাম কিনেছে। এদিককার লোকজন তাই তাকে সমীহ করে চলে।

গঞ্জালেস আগুনের দিকে আরও একটু এগিয়ে বসল। এতে যে সরাই-মালিক আগুনের উষ্ণতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, সেদিকে তার কোনও খেয়ালই নেই। সার্জেন্ট পেড্রো গঞ্জালেস বলে থাকে, "মানুষের উচিত নিজের সুখ সুবিধার দিকেই আগে মন দেওয়া।" শুধু বলা নয়, কাজেও সে তাই করে। একে তার বিশাল শরীর, অসুরের মতো শক্তি, তার উপর তলোয়ার তার হাতে কথা বলে! তাই সে যা বলে সেটা মেনে নেওয়া ছাড়া তার চারপাশের লোকের বিশেষ উপায় নেই।

বাইরে তেমনই একনাগাড়ে ঝড়বৃষ্টি চলছে। এই দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় ফেব্রুয়ারি মাসে এই ধরনের ঝড়-বৃষ্টি হয়েই থাকে। এমন রাতে লোকে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে বসে থাকে, আর নিজেদের মাথার উপরের ছাদটুকুর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানায়।

এই ছোট্ট মফস্সল শহরটার নাম লস এঞ্জেলস। এখানেই আরও বেশ কিছু বছর পরে একই নামে একটা বিশাল নগর-সভ্যতা গড়ে উঠবে, যার নাম জানবে সারা পৃথিবীর মানুষ। তো তখনকার সেই ছোট্ট শহরের এক কোণে একটা সরাইখানা। এখানকার ধনী-গরিব সকলের একমাত্র মেলামেশার জায়গা এটাই। সেখানেই যতরাজ্যের হা ঘরে লোকের দল বৃষ্টি থেকে বাঁচতে আশ্রয় নিয়েছে আজ।

সার্জেন্ট গঞ্জালেস তো আগুনটা প্রায় আড়াল করে আরাম করে বসল। ঘরেই আরও একজন করপোরাল আর তিনজন সৈনিক ছিল, তারা একদিকে বসে জুয়ো খেলছিল। একজন রেড ইন্ডিয়ান চাকর এক কোণে বসে ঢুলছিল। সে তার জাতের লোকেদের মধ্যে বেশ ভদ্রলোক বলেই গণ্য হয়ে থাকে, কারণ সে খ্রিস্টান ধর্ম নিয়ে জাতে উঠে গিয়েছে।

সার্জেন্ট গঞ্জালেস একজন হোমরা চোমড়া লোক। এই এলাকায় এখন সেনাবাহিনীর শাসনই শেষ কথা। গঞ্জালেসের মতো উচ্চপদস্থ সেনাদলের নেতারাই এখানকার হর্তাকর্তা। লস এঞ্জেলসের এই সরাইখানায় যারা মদ খেতে আসে তাদের এই ধরনের ক্ষমতাবান লোকেদের ঘাঁটানোর কোনও ইচ্ছেই ছিল না।

এই যেমন এখন কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সরাই মালিকটি বেশ চিন্তায় পড়ে গেল। কারণ, কথা বন্ধ থাকলে গঞ্জালেস নিজের মনে কথা বলে, আর নিজের মনে কথা বললেই তার অনেকসময় অকারণে ভাঙচুর আর যে কোনও লোককে ধরে ঠ্যাঙানোর ইচ্ছেটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এরকমটা আগেও

বেশ বার দু'য়েক হয়েছে। অনেক আসবাব যেমন ভেঙেছে, তেমনই ভেঙেছে দু'একটা লোকের চোয়ালের হাড়। সরাই-মালিক ব্যাপারটা এই অঞ্চলের 'কম্যান্ডান্ট দে প্রেসিডিও' (সেনা প্রধান) ক্যাপটেন র্যামনের কানে তোলার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাকে জানানো হয়, ক্যাপটেনের হাজারটা ঝামেলা আছে, একটা সরাইখানা সামলানো সেই ঝামেলাগুলোর মধ্যে পড়ে না।

তাই সরাই-মালিক প্রমাদ গুণল এবং বড়ো টেবিলটার কাছে গিয়ে একটা গালগল্প শুরু করার চেষ্টা করল, "হেঁ হেঁ, শুনলুম নাকি সেনর জোরো আবার পালিয়েছেন।" তার কথা শেষ হতে না হতেই সার্জেন্ট গঞ্জালেস তার হাতের মদের গেলাসটা মেঝেতে আছড়ে ফেলল। টেবিলের উপর বিশাল মুঠির একটা এমন কিল মারল যে চারদিকে মদের গেলাস, তাসের পাত্তি আর টাকাপয়সা ছড়িয়ে পড়ল। করপোরাল আর সেই তিনজন সৈনিক ভয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল, আর সরাই-মালিকের মুখটা একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। দরজার কাছে বসে থাকা রেড ইন্ডিয়ান চাকরটা চুপি চুপি দরজার দিকে এগোতে চেষ্টা করল। এই বিশালদেহী সার্জেন্টের রাগের থেকে তার কাছে বাইরে গিয়ে বৃষ্টিতে ভেজা অনেক ভালো।

"সেনর জোরো তাই না?" সার্জেন্ট ভয়ংকর গলায় চেঁচিয়ে উঠল। "আমার কপালে আছে এই নামটা রোজ রোজ শোনা! সেনর জোরো তাই না। তিনি শেয়ালের মতোই ধূর্ত, তাই তাঁকে জোরো বলে ডাকো তোমরা? তিনি নিজেকে তেমনই চালাক বলে মনে করেন সন্দেহ নেই! নামটা শুনলেই গা জ্বলে যায় আমার।" গঞ্জালেস ঘুরে সবার মুখোমুখি দাঁড়াল। তারপর আবার বক বক করতে শুরু করল। "জোরো, যিনি কিনা শেয়ালের মতো সারা এল ক্যামিনো রিয়েল ছুটে বেড়ান, তিনি একটা মুখোশ পরেন, আর হাতে একটা দারুণ তলোয়ার নিয়ে ঘোরেন। সেই তলোয়ারের ডগাটা তিনি ব্যবহার করেন শত্রুর গালে 'জেড' অক্ষর লিখে দেওয়ার জন্য। 'জেড ফর জোরো'। সকলে বলে 'দ্য মার্ক অফ জোরো'। লোকটার যে একটা বেশ ভালো তলোয়ার আছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে আমি ঠিক বলতে পারব না, আমি তো আর কোনোদিন তলোয়ারটা দেখিনি! সার্জেন্ট পেড্রো গঞ্জালেসের সামনে সেনর জোরো কোনোদিন কায়দা দেখাতে আসেননি। আমার সামনে তিনি কেন আসেননি, এই সেনর জোরো সেটা নিয়ে এবার একটু মুখ খুললে ভালো হয় না কি!'' শেষের কথাগুলো বলার সময় রাগে সার্জেন্টের দাঁত কিড়মিড় করছিল।

"জোরোকে নাকি আজকাল লোকে 'কার্স অফ ক্যাপিস্ত্রানো' বলে ডাকছে।"

সরাই-মালিক এইসব বিড়বিড় করতে করতে মদের গেলাস, ছড়িয়ে পড়ে থাকা কার্ড আর টাকাপয়সাগুলো তুলতে শুরু করেছিল। তার এই সুযোগে দু'একটা পয়সা সরিয়ে নেওয়ার ইচ্ছে।

"এই গোটা এলাকাটা চুলোর দুয়োরে যাক! লোকটা একটা ডাকাত! একটা পাতি চোর! কয়েকটা খামারে লুটপাট করে আর কয়েকটা মেয়েছেলেকে ভয় দেখিয়ে নিজেকে হিরো ভাবছে! সেনর জোরো বলে তাকে ডাকতে হবে বুঝি? আরে এটা হল সেই শেয়াল, যাকে শিকার করতে আমার দারুণ আনন্দ হবে। বুঝলে হে? 'কার্স অফ ক্যাপিস্ত্রানো' না ছাই! আমি এখন একটাই কথা ভাবছি, এই লোকটার মুখোমুখি হওয়ার আগে যেন টপকে না যাই। সে ক'টা দিন ভগবান যেন আমায় বাঁচিয়ে রাখেন বাবা!"

সরাই-মালিক বলল, "শুনছি নাকি কী একটা পুরস্কার পাওয়া যাবে..."

"তুমি আমার মুখের কথা কেড়ে নিলে।" সার্জেন্ট বলে উঠল, "ঠিক বলেছ। লোকটাকে ধরতে পারলে মোটা টাকা পুরস্কার পাওয়া যাবে। গভর্নর সাহেব বলেছেন। আহ! আমার কপাল খুলে যাবে এবার। কিন্তু মুশকিল হল, লোকটা প্রত্যেকবার আমায় ফাঁকি দিয়ে পালায়। আমি যখন সেন্ট জুয়ানে যাই, ও তখন থাকে স্যান্টা বারবারায়, আমি যখন লস এঞ্জেলসে, ও তখন স্যান গ্যাব্রিয়েলে। নরকের কীট একটা! আহ! একবার যদি লোকটার দেখা পাই!''

রাগের চোটে সার্জেন্টের বিষম লেগে গেল। তিনি মদের গেলাসের দিকে হাত বাড়ালেন। সরাই-মালিক তাড়াতাড়ি ভরা গেলাস এগিয়ে দিল। সার্জেন্ট ঢকঢক করে মদটা খেয়ে নিলেন। সরাই-মালিক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "এখানে একবারও আসেনি।"

সার্জেন্ট বললেন, "আরে মোটু তার কারণ আছে! এদিকটায় একটা সেনা শিবির আছে, বেশ কিছু সৈন্যসামন্ত থাকে। এসব থেকে অনেক দূরে থাকেন তোমাদের এই সেনর জোরো। ও হচ্ছে বর্ষাকালের হঠাৎ রোদের মতো, সত্যিকারের সাহস ওর নেই।" এই বলে সার্জেন্ট আবার একটা বেঞ্চের উপর বসে পড়ল।

সরাই-মালিকের ভয়টা একটু কমল, সে মনে মনে ভাবল, "যাক, আজ আর কিছু ভাঙচুর হবে বলে মনে হয় না।" একটু ভরসা পেয়ে সে বলল, "তা লোকটাকে তো মাঝে মাঝে খেতে ঘুমোতেও হয় নাকি! লোকটা নিশ্চয়ই লুকোনোর কোনও জায়গা আছে। একদিন না একদিন সৈন্যরা ঠিক ওর শেয়ালের গর্তটা খুঁজে বের করে ফেলবে।"

সার্জেন্ট বলল, "অবশ্যই লোকটাকে খেতে ঘুমোতে হয়। আজকাল আবার লোকটা কী বলতে শুরু করেছে জানো? ও নাকি সত্যিকারের চোর নয়। সাধারণ মানুষকে যারা কষ্ট দেয় তাদের নাকি ও সাজা দেয় শুধু। গরিবের ভগবান একেবারে! স্যান্টা বারবারায় একটা প্ল্যাকার্ড দিয়ে এই কথাটা লিখেছে শুনছি দিন কয়েক আগে। আর এর উত্তরে আমি কী বলব জানো? ওই যাদের ও বাঁচাচ্ছে তাদের মধ্যে গোটা কতক ইঁদুরকে ধরে একটু নাড়া দিলেই সত্যিটা বেরিয়ে পড়বে যে, এই সেনর জোরো কোন গর্তে লুকোন। এটা যদি আমি না করতে পারি তবে আমার নাম মিথ্যে!"

সরাই-মালিক গদগদ স্বরে বলে উঠল, "তা যা বলেছেন আজ্ঞে! আমার এখানে যেন সেনর জোরো কোনোদিন ও না আসেন!"

সার্জেন্ট ভুরু কুঁচকে বলে উঠলেন, "কেন রে মোটু? আমি নেই এখানে? আমার হাতে তলোয়ার নেই? তুই কি কানা, যে দেখতে পাচ্ছিস না?"

রেগে গেলে তুই তোকারি করা সার্জেন্টের পুরোনো অভ্যেস। সরাই-মালিক এসবের দিকে মন না দিয়ে বলল, "না মানে আমি শুধু বলছিলাম, আমার ডাকাতের খপ্পরে পড়ার কোনও ইচ্ছে নেই।"

সার্জেন্ট কথাটাকে উড়িয়ে দিয়ে বলল, "হাহ! তোর আবার ডাকাতের ভয়। কেন তোর আছেটা কী শুনি? এই তো জলের মতো মদ আর এক ফোঁটা খাবার! তুই কি বড়োলোক নাকি রে মোটু? ও লোকটা এখানে এলে দারুণ হবে। শেয়ালের মতো ধূর্ত জোরো একবার আমার সামনে এসে দাঁড়াক দেখি! ও নাকি ঝুঁকে পড়ে সকলকে অভিবাদন করে আর মুখোশের ভেতর থেকে শুধু ওর চকচকে চোখদুটো দেখা যায়। সেটাই এখানে এসে করুক। একবার ব্যাটাকে সামনে পাই, তারপর গভর্নর সাহেবের দেওয়া পুরস্কার সবটাই আমার!"

সরাই-মালিক সার্জেন্টের মন রাখতে বলে উঠল, "এখানে সেনা শিবির আছে বলে ভয় পায় হয়তো।"

সার্জেন্ট হেঁকে উঠল, "আরও মদ চাই! মদ আন রে মোটু! আর এসব আমার নামে খাতায় লিখে রাখবি! পুরস্কারটা একবার পেলেই তোর সব পাওনা কড়ায় গন্ডায় মিটিয়ে দেব। বুঝলি! আহ! এখুনি যদি ওই সেনর জোরো একটাবার দরজা খুলে ঢোকে..." সার্জেন্টের কথা শেষ হতে না হতে দরজাটা সত্যিই দড়াম করে খুলে গেল।

দুই
|| সেই ঝড়ের রাতে ||

"আমি ওই সেনর জোরোর কথা বলছিলাম বুঝলে কি না। ওই যাকে 'কার্স অফ ক্যাপিস্ত্রানো' বলা হয়। আমার মতে অবশ্য ওটাকে হাইওয়ের ইঁদুর বলা উচিত।" সার্জেন্ট বলল।

"ওর কথা আবার কী বলার আছে?" ডন দিয়েগো মদের গেলাসটা টেবিলে রেখে হাই তুলতে তুলতে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁকে যাঁরা চেনেন তাঁরা সকলেই জানেন যে, ডন দিয়েগো দিনে দু'শোটা হাই তোলেন।

সার্জেন্ট সগর্বে বলল, "এই বলছিলাম যে এই সেনর জোরো কোনোদিন ও আমার সামনে আসেন না। আমি তো ঠাকুরকে বলি, 'ঠাকুর, একটিবার ওর সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দাও ঠাকুর!' তাহলেই পুরস্কারের টাকাটা আমি আমার পকেটে পুরতে পারি। সেন-অ-অ-র জোরো! হাহ!"

"ওকে নিয়ে কী আলোচনা না করলেই নয়?" করুণ স্বরে ডন দিয়েগো বলে উঠলেন। "ভালো লাগে না ছাই! যেখানেই যাব খালি রক্তপাত আর মারপিটের গল্প! এই ভয়ানক সময়ে একটু ভালো কথা শুনতে তো ইচ্ছে করে নাকি? একটু জ্ঞানগর্ভ কোনও কথা বা একটা সুন্দর কোনও কবিতা..."

ডন দিয়েগোর এই কথায় হেসে ফেলল সার্জেন্ট, "ছাগলের দুধে কি পায়েস হয়!" সে ব্যঙ্গ করে বলে উঠল, "ওই পাতি চোরটার যদি হাঁড়িকাঠে গলা দেওয়ার ইচ্ছে হয় তাহলেই ও আমার সামনে আসবে। এই বলে রাখলাম।"

"লোকটার কথা আজকাল প্রায়ই শোনা যাচ্ছে", ডন দিয়েগো অন্যমনস্ক গলায় বলে উঠলেন, "লোকটা নাকি শুধু সেই সব সরকারি অফিসারদের লুট করে যারা চার্চ আর গরিব লোকেদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে মজা পায়। আর সেই সব লোকেদের সাজা দেয় যারা নেটিভদের ওপর অত্যাচার করে। শুনেছি এখনও কোনও লোককে ও মেরে ফেলেনি। ওকে ক'টা দিন একটু হিরো হয়ে নিতে দাও হে বন্ধু! লোকে একটু এই হিরোকে নাচানাচি করুক না। ক্ষতি তো কিছু নেই।"

"না হে পুরস্কারের টাকাটাই আমি চাই!"

"তাহলে আর কী! লোকটাকে ধরে ফেলো। সঙ্গে সঙ্গে পুরস্কারের টাকাটা হাতে এসে যাবে। সিম্পল!" ডন দিয়েগো বললেন।

"হাহ! জীবিত অথবা মৃত! গভর্নরের নির্দেশিকায় তাই লেখা আছে!"

"তবে আর কী! লোকটার সঙ্গে দেখা হলে লোকটাকে তলোয়ার দিয়ে ফুঁড়ে দিও। দেখো! তাতেই যদি তোমার আনন্দ হয়! সেটা যদি করতে পারো তাহলে আমাকে রসিয়ে রসিয়ে সেই গল্প বোলো কেমন? এখন আর এসব কথা শুনতে ইচ্ছে করছে না।" ডন দিয়েগো বললেন।

"হেঁ হেঁ! গল্পটা যা জমবে না!! আর তখন কিন্তু তোমাকে পুরোটা শুনতে হবে। পুরোওওটা!! কেমন করে আমি লোকটাকে খেলালাম, কেমন করে ওর মুখের ওপর হেসে উঠলাম, কেমন করে ওকে ঠেসে ধরলাম, কেমন করে আমার তলোয়ারটা ওর বুকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম, তারপর কেমন করে..."

সার্জেন্টের গল্প থামিয়ে ডন দিয়েগো চেঁচিয়ে উঠলেন, "বলছি না পরে সব শুনবো! এখন থামো! সরাই-মালিক, আরও মদ নিয়ে এসো হে! এই লোকটাকে এখুনি গলা পর্যন্ত মদ গেলাতে হবে, যাতে আর একটা শব্দও ওর মুখ থেকে না বেরোয়।"

সরাই-মালিক তাড়াতাড়ি মদ ঢেলে দিল। ডন দিয়েগো ভদ্রলোকের মতো ধীরে ধীরে মদের গেলাসে চুমুক দিলেন। সার্জেন্ট দু'চুমুকে গেলাস সাবাড় করে ফেলল। ডন দিয়েগো উঠে পড়ে নিজের জিনিসপত্রগুলোর দিকে হাত বাড়ালেন। সার্জেন্ট সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি জানাল, "বলি, উঠে পড়লে নাকি হে বন্ধু! বোসো বোসো! সবে তো কলির সন্ধে! আর ঝড়টাও সমানে চলেছে। বসে যাও আর একটু।"

"ঝড়কে অন্তত আমার ভয় নেই! আসলে আমার বাড়িতে মধু শেষ হয়ে গিয়েছে। সেটাই নিতে এসেছিলাম। কাজের লোকেরা সকালে এনে রাখেনি। সকাল থেকে বৃষ্টির ভয়ে বাড়ি থেকেই বেরোয়নি কেউ। এক শিশি মধু দাও তো সরাই-মালিক!"

সার্জেন্ট এই সুযোগে বলে উঠল, "চলো তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি।" সে জানে, ডন দিয়েগোর বাড়িতে দারুণ ভালো পুরোনো ওয়াইনের কালেকশন আছে।

"আগুনের সামনে চুপচাপ বসে থাকো, কোথাও যেতে হবে না।" ডন ডিয়েগো ধমকে উঠলেন। "এইটুকু যেতে আমার কোনও অসুবিধা হবে না। আমি আমার সেক্রেটারির সঙ্গে বসে এস্টেটের অ্যাকাউন্টস চেক করছিলাম। মধুটা নিতে এলাম যাতে কাজ করতে করতে একটু খাওয়া দাওয়াও করা যায়। কাজ হয়ে গেলে আমি এখানেই আবার আসবো।"

"আরে! সেক্রেটারিকেই মধুটা নিয়ে যেতে বলতে পারতে তো। এত বড়োলোক হয়ে লাভ কী? যদি এত চাকরবাকর থাকতে মধুটা আনতেও নিজেকে এইরকম ঝড়জল মাথায় করে বেরোতে হয়?"

"আমার সেক্রেটারির অনেক বয়স হয়েছে। ভদ্রলোক আমার বাবারও সেক্রেটারি ছিলেন। এই ঝড়জলে বেরোলে তিনি আর বেঁচে ফিরতেন না। সরাই-মালিক, আজ যারা এখানে মদ খাচ্ছে তাদের সবার মদের দাম আমার খাতায় লিখো। সবাইকে ভালো করে খাওয়াও। আমি হয়তো আজ আমার কাজ সেরে আবার একবার আসবো।" এই বলে ডন দিয়েগো মধুটা নিয়ে স্ক্রেপটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে অন্ধকারে ঝড়জলের মধ্যে বেরিয়ে গেলেন।

সার্জেন্ট হাত নেড়ে বলে উঠল, "এই হচ্ছে পুরুষমানুষ। এই জন্য ডন দিয়েগোকে আমি আমার বন্ধু বলি। ও কখনও তলোয়ার নিয়ে বেরোয় না, তলোয়ার চালাতে পারে বলেও আমার মনে হয় না, তবু ও আমার বন্ধু। মহিলাদের কালো চোখের যাদুতেও লোকটা ভোলে না বটে, তবু কেন যেন আমার মনে হয় ও একটা সত্যিকারের পুরুষমানুষ। বলে কিনা গান শুনতে আর কবিতা পড়তে ভালোবাসে। ওর নাম যদি ডন দিয়েগো ভেগা না হত আর ওর যদি একরের পর একর জমি, জিনিসপত্রে ঠাসা স্টোর হাউজ এসব না থাকত তাহলে হয়তো লোকটা মেয়েছেলের জামাকাপড় পরে ঘুরত। তবু ওর মধ্যে কী যেন একটা আছে, যে জন্য আমার মনে হয় যে এই লোকটা একটা পুরুষমানুষ বটে।"

সব সৈন্যরা সার্জেন্টের সঙ্গে একমত হল। তার একটা কারণ হল, তারা তখন ডন দিয়েগোর পয়সাতেই মদ গিলছিল, আর এমনিতেও সার্জেন্টের কথার উপর কথা বলার ক্ষমতা তাদের কারও ছিল না। সরাই-মালিক সবাইকে আর একবার মদ দিয়ে গেল, সে জানে ডন দিয়েগো কোনোদিন হিসেব দেখতে চাইবেন না। সেই সুযোগ সে আগেও নিয়েছে!

"রক্তপাত আর মারপিটের গল্প আমার বন্ধুর ভালো লাগে না। এক্কেবারে যেন বসন্তের হাওয়ার মতো লোক। অথচ ওর কবজিতে জোর আছে, বাঘের মতো চোখদুটো, ও শুধু ওই মেয়েদের মতো করে জীবনটাকে দেখতে ভালোবাসে। আমার যদি ওর মতো বয়স, ওইরকম সুন্দর চেহারা আর ওর মতো টাকা থাকত তাহলে স্যান দিয়েগো আলকালা থেকে সান ফ্রান্সিসকো পর্যন্ত আমার প্রেমিকার সংখ্যা গুনে শেষ করা যেত না।"

"আপনার হাতে আহত লোকের সংখ্যাও গুনে শেষ করা যেত না।"

একজন করপোরাল বলে উঠল।

"হেঁ হেঁ তা যা বলেছ কমরেড! ওসব থাকলে আমিই বা কে আর ইংল্যান্ডের রাজাই বা কে! কেউ আমার সামনে দাঁড়াতে পারত না। কারও কাঁধে বসত আমার তলোয়ারের কোপ তো কাউকে একেবারে ফুঁড়ে রেখে দিতাম।"

উত্তেজিত হয়ে সার্জেন্ট তখন উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কোমর থেকে খুলে ফেলেছে নিজের তলোয়ারটা। দেয়ালের বড়ো বড়ো ছায়াগুলোর সঙ্গে তখন তার যুদ্ধ চলেছে। সে তখন চেঁচিয়ে গালাগাল দিচ্ছে, হাসছে, লাফাচ্ছে আর দেখিয়ে চলেছে চমৎকার খেলা।

"এইভাবে চালাতে হয় তলোয়ার! এরা কারা! ও ভেবেছ আমি একা আছি বলে দুজনে মিলে আমায় জব্দ করবে? আরে আমি ঠিক লড়ে যাব! এসো! হয়ে যাক এক হাত!" এই সব বলতে বলতে তার মুখটা বেগুনি হয়ে উঠল, সে দেয়ালে ঠেস দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "শুধু যদি এই মুহূর্তে সেনর জোরোকে একটাবার সামনে পেতাম!"

আবারও, এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে গেলো! আর ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে ঘরে ঢুকে এল একটা লোক।

তিন
|| সাক্ষাৎ জোরো ||

লোকটার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকে এল একরাশ কনকনে ঠান্ডা হাওয়া। দেশি চাকরটা তাড়াতাড়ি ছুটে দরজা বন্ধ করতে গেল, তারপর ফিরে এসে আবার নিজের কোনা টায় বসল। নতুন লোকটা ঘরের সকলের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল। তবে ঘরের সকলে এটা দেখতে পাচ্ছিল যে তার মাথার সোমব্রেরোটা (বৃষ্টি থেকে বাঁচতে সেখানকার লোকেরা যে বড়ো টুপি পরত) এমনভাবে টানা আছে যে লোকটার মুখটা একেবারে দেখাই যাচ্ছে না। আর লোকটা এমন একটা সপসপে ভেজা ক্লোক পরে আছে।

সকলের দিকে পিছন ফিরেই লোকটা তার ক্লোকটা খুলে একবার ঝেড়ে নিল। চারিদিকে বৃষ্টির ফোঁটা ছড়িয়ে পড়ল। তারপর সেটা ভাঁজ করে বুকের কাছে ধরল। একমধ্যে সরাই-মালিক তার দিকে দৌড়ে গিয়েছে। লোকটাকে দেখেই সরাই-মালিকের মনে হয়েছে যে সে নিশ্চয়ই কোনও ভদ্রলোক। আর

এইরকম ভয়ানক রাতে তাকে আর তার ঘোড়াটাকে কিছু একটু খাবার আর আশ্রয় দিলে তার কাছ থেকে মোটা দাঁও মারা যাবে।

সরাই-মালিক তার কাছে পৌঁছনোর আগেই লোকটা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। আর সরাই-মালিক একটা আর্ত চিৎকার করে সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে পালানোর চেষ্টা করল। করপোরালের গলা দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ বেরিয়ে এল আর সব সৈনিকরা চোখ বড়ো বড়ো করে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। পেড্রো গঞ্জালেসের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল, সে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। কারণ, যে লোকটা তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখটা একটা কালো মুখোশে ঢাকা। মুখোশের ফাঁক দিয়ে শুধু তার কালো চোখদুটো দেখা যাচ্ছে।

"হাহ! দেখো কে এসেছে?" পেড্রো গঞ্জালেস বলে উঠল।

লোকটা তাদের বাও করল, বলল, "সেনর জোরো আপনাদের সেবায় হাজির!"

"সেনর জোরো বুঝি? দারুণ, দারুণ!" পেড্রো চিৎকার করে বলল।

"আপনার কি অন্যরকম কিছু মনে হচ্ছে নাকি সেনর?"

"তুমি যদি সত্যিই সেনর জোরো হয়ে থাকো তাহলে বলব তোমার মাথাটা একেবারে গেছে!"

"তার মানে?"

"তুমি এখানে এসেছ তো? কী আসোনি? তুমি এই সরাইখানায় ঢুকেছ না ঢোকোনি? তুই কি এটা এখনও বুঝতে পারছিস না যে তুই আসলে একটা ফাঁদে পা দিয়েছিস? ব্যাটা ডাকাত কোথাকার!"

"না বুঝতে পারছি না তো! একটু বুঝিয়ে দিন সেনর!" লোকটার গলাটা কেমন যেন ধরা ধরা।

"তুই কি কানা নাকি? চোখে দেখতে পাস না? নাকি এক্কেবারে গাধা! কেন আমি এখানে নেই?" পেড্রো বুক ফুলিয়ে বলে উঠল।

"হ্যাঁ আপনি আছেন তো। তাতে কী!"

"আরেহ! এটা কে রে? আমি যে একজন সৈন্য সেটা কি তুই দেখতেই পাচ্ছিস না নাকি?"

"হ্যাঁ, বেশ ভালোই দেখতে পাচ্ছি যে আপনি সৈনিকের পোশাক পরে আছেন।"

"তাহলে? আর ওই যে ওরা, ওই যে করপোরাল আর অতগুলো সেপাই, ওদেরকেও কি দেখতে পাচ্ছিস না নাকি? নাকি আর খেলা করতে ভালো